উড়ালগদ্য-৪

কাজী জহিরুল ইসলাম

সবাই 'বাংলাদেশ' কথাটি উচ্চারণ করেছিলো

তিন বছরে হাপিয়ে উঠেছি। প্রবাস জীবন আর ভালো লাগছে না। যদিও বছরে অন্তত দু'বার করে সপরিবারে দেশে যাচ্ছি তবুও অ, আ, ক, খ-র স্পর্শহীন এই জীবন আমার কাছে কেবলি ধুসর, কেবলি নিস্প্রাণ হয়ে উঠছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, এবার পাত্তারি গুটাবো। এরি মধ্যে ঢাকস্থ ইউএনডিপি অফিস থেকে একটি অফার এসে গেছে। কাজেই দেশে ফিরে বউ, বাচ্চা নিয়ে অন্তত পথে দাঁড়াতে হবে না।

তিন তিনটা বছর পূর্ব-ইউরোপের এক রক্তাক্ত জনপদ, কসোভোতে কাটিয়ে দেশে ফিরছি, অথচ নিজে একজন লেখক হওয়া সত্বেও এখানকার কোনো লেখক-কবি সম্মেলনে যোগ দিলাম না, কেমন যেন একটা অসম্পূর্ণতার কাঁটা বুকের ভেতর খচখচ করছে। ঠিক তখনি দরোজায় হাজির কসোভোর প্রভিশনাল ইনস্টিটিউট ফর সেলফ গভর্নমেন্ট-এর যুব, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও প্রবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টা আদেম গাশি। হাতে আমন্ত্রণ পত্র, খামের ওপর ইংরেজীতে লেখা, মি. কাজী ইসলাম। আদেম গাশি কসোভোর লেখক ফোরামের সভাপতি এবং নিজে একজন দারুণ ছড়াকার ও কবি। ইতোপূর্বেও এমনি করে আদেম আমাকে অনেকবারই আমন্ত্রণপত্র দিয়েছে, সময়ের অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। একই মন্ত্রণালয়ের (জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন) কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি বলেই হয়ত, রোজই এমন অসংখ্য আমন্ত্রণপত্র পেয়ে থাকি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, এবার যাবো।

সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠান, চিরকালের অভ্যেসমতো একটু আগে-ভাগেই গিয়ে হাজির। এখন পৌনে সাতটা বাজে। পৃষ্টিনা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর বিশাল পেটের ভেতর আমরা চারজন, আমার স্ত্রী মুক্তি শরীফ ছাড়া অন্য দু'জন বাঙালী সহকর্মী হলেন ইস্তগ মিউনিসিপ্যালিটির অর্থ ও বাজেট কর্মকর্তা নিজাম আহমেদ এবং উনমিক (UNMIK)-এর লিগ্যাল অফিসার ব্যারিস্টার আইজ্যাক রবিনসন, যেন কোনো এক পাজেল এর প্যাচগির মধ্যে পড়ে গেছি। ডানে-বাঁয়ে অসংখ্য হলরুম, সেমিনার কক্ষ, বড় বড় লাউঞ্জ, লোকে লোকারণ্য। এর মধ্যে কোথায় কবিদের সভা, কিভাবে খুঁজে বের করি? আমাদের আলবেনিয়ান ভাষাজ্ঞানতো ক'অক্ষর গো মাংসের চেয়ে খুব একটা বেশী না। দলের অন্য তিনজন খানিকটা বিরক্ত হচ্ছে বুঝতে পারছি। আমি অবশ্য শঙ্কিত এজন্য যে, শেষ পর্যন্ত ভেন্যূটা খুঁজে না পেলে ওদের তিনজনকে আজ রাতে রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়াবো বলে কথা দিয়েছি। আমার পঞ্চাশ ইউরো বুঝি গেলো। হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে স্যুট-টাই পরা এক জম্পেশ সাহেব এসে

আমার হাত ধরলো। তাকিয়ে দেখি আদেম। ওর ইংরেজীও তথৈবচ। কাজেই ও আর ইংরেজীতে কমিউনিকেট করার ব্যর্থ চেষ্টা না করে আমাকে টানতে টানতে একটি হলরুমে নিয়ে গেলো। অন্য তিনজন নীরবে আমাকে অনুসরণ করছে। দর্শক সারির প্রথম রো'তে আমাকে নিয়ে বসালো আদেম। সাতটা বাজতে এখনো পাঁচ মিনিট বাকী। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে অনুষ্ঠান শুরু হতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী অথচ এখনো হলে তেমন লোক সমাগম হয় নি, অন্ধকারে ডুবে আছে একটি খোলা মঞ্চ। পেছনে তাকিয়ে দেখি আড়াই'শ সীটের এই ছোট্ট হলটির এক তৃতীয়াংশও এখনো ভরে নি। কিন্তু অতি আশ্চর্যজনকভাবে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভেল্কিবাজির মতো পুরো হল ভরে গেলো, হলের মূল দরোজা বন্ধ হয়ে গেলো এবং মঞ্চের বাতি জ্বলে উঠলো।

ঠিক সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হলো। মঞ্চে এক অপূর্ব সুন্দরী আলবেনিয়ান তরুণী। না, এই মেয়েটি অনুষ্ঠানের ঘোষিকা নয়, একজন মঞ্চাভিনেত্রী। শুরু হলো একক অভিনয়। আলবেনিয়ান ভাষার সংলাপগুলো না বুঝলেও অভিনয়ের যে একটি চিরন্তন ভাষা আছে সেই ভাষাটি বুঝতে আমাদের কারোরই অসুবিধা হলো না। একটি আলবেনিয়ান ধর্ষিতা মেয়ে, যার পেটে জন্ম নিয়েছে ধর্ষক সার্বিয়ান মিলিটারির সন্তান। ধর্ষিতা হবার করুণ কাহিনী, বাবা ও ভাই হারানোর নির্মম গল্প বলছিলো মেয়েটি এক যুদ্ধশিশুর মায়ের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। একবার নিজেকে ওর মনে হয় এক মমতাময়ী মা, আবার পরক্ষণেই মনে হয়, না ওই শিশু এক শত্রুসন্তান, ওকে খুন করাই আমার কর্তব্য। এই দ্বৈতসত্বার মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের এক অভূতপূর্ব উপস্থাপন। ক্রন্দনরত শিশুটির দিকে তাকিয়ে মায়ের মন গলে যায়। সে তার স্তন উন্মুক্ত করে তুলে ধরে শিশুটির মুখে। এই দৃশ্যটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মেয়েটি সত্যি সত্যি ওর আলখেল্লার ভেতর থেকে একটি স্তন বের করে এনে শিশুটির (কাল্পনিক) দিকে বাড়িয়ে দেয়। ত্রিশ মিনিটের এই নাটিকার যেটি ট্রাজেডি তা হলো শেষ পর্যন্ত শ্রেণী শত্রুতারই বিজয় হয়, মা তার শিশুটিকে শত্রুসন্তান বিবেচনা করে নিজ হাতে খুন করে।

এরপর শুরু হয় কবিতা পাঠের আসর। একজন মার্কিন কংগ্রেসম্যানকে মঞ্চে আহবান করা হলো। আদেম গাশি উপস্থাপকের ভূমিকায় এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিও। সামনের সারিতে আমার ডানে বাঁয়ে সব পক্ককেশ প্রবীন সাহিত্য ব্যক্তিত্বরা বসে আছেন। শুরুতেই আদেম ছোট ছোট দুটি ছড়া শুনিয়ে বেশ হাস্যরসের সৃষ্টি করলো। এরপর কসোভোর দু'জন প্রধান কবিকে আমন্ত্রণ জানানোর পরপরই ডাক পড়লো আমার। আলবেনিয়ান এবং ইংরেজী দুই ভাষাতেই আমার নাম ঘোষণা করা হলো। আমি 'হোয়াইট ক্লাউড' শিরোনামের একটি ইংরেজী (বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত) কবিতা পড়লাম। হলভর্তি আলবেনিয়ান দর্শক-শ্রোতা ইংরেজী ভাষায় পুরো কবিতাটি না বুঝলেও এ কবিতায় ওদের মুক্তিযুদ্ধের নেতা আদেম ইয়াশরেকে যে আমি 'গ্রেট হিরো' বলেছি এটা বুঝতে পেরেই করতালিতে ফেটে পড়লো। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ সালের মে মাসে কসোভোর সর্বোচ্চ মুক্তিযোদ্ধা আদেম ইয়াশরে তাঁর পরিবারের ৫০জন সদস্যসহ সার্বিয়ানদের গুলিতে নিহত হন।

আমি মঞ্চ থেকে নেমে আসতেই আদেম গাশি আমার কবিতাটির আলবেনিয়ান অনুবাদ পড়ে শোনালেন। আরো একবার পুরো হল করতালিতে ফেটে পড়লো। এরপর একে একে আরো প্রায় ত্রিশজন কবি মঞ্চে উঠেছিলেন কবিতা পড়তে। সকলেই তাদের কবিতার শুরুতে আমার নাম এবং 'বাংলাদেশ' কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন।